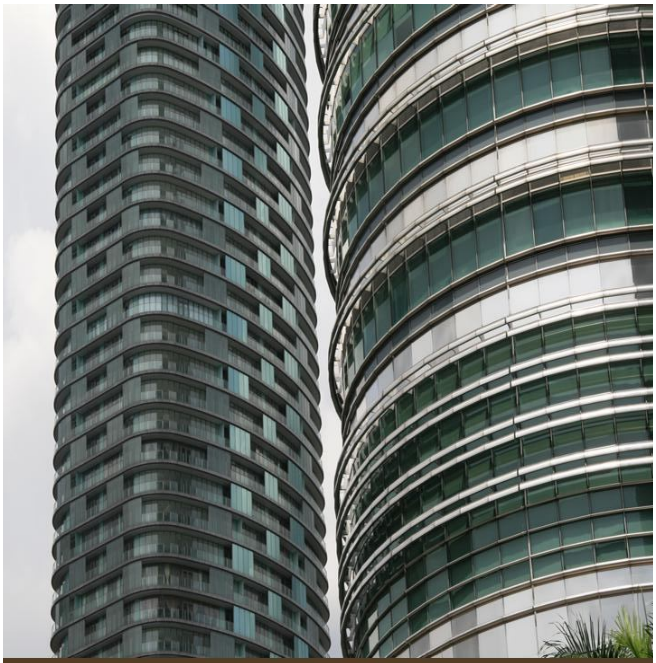

কুয়ালালুমপুর থেকে ডালাস

সাইদ হোসেন

কুয়ালালুমপুর থেকে ডালাস

******

সাইদ হোসেন

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২৪, ২০১০

Date of first edition publication: July 2010

সাইদ হোসেন কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

© Published by Sayed Hossain

Contact Address:

যোগাযোগ:

Sayed Hossain
Buckingham Road,
Richardson, TX-75081
USA

Personal website: www.sayedhossain.com

My Email: sayed.hossain@yahoo.com

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণে : সাইদ হোসেন

© Kuala Lumpur theke Dallas, written by Sayed Hossain, 2010.

A Short Article

।। ১ ।।

বিদায় মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটি

- সাইদ, তুমি কি সত্যি সত্যি মালয়শিয়া ছাড়ছো ? বুন এসে জানতে চাইলো ।

আমি হেসে বললাম, সে রকমি তো ইচ্ছে ।

- ইচ্ছে না সত্যি করে বলো ।

- হু, বলে আমি চুপ করে গেলাম ।

- মালয়শিয়া ছেড়ে কোথায় যাবে ?

- ডালাস ।

- সাত সমুদ্রের পাড়ে মার্কিন মুল্লুকে ?

আমি মাথা নাড়লাম ।

বুন চুপ থেকে বললো, মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটির চাকরির ইস্তাফা দিয়ে যাচ্ছ ?

- এক বছরের ছুটির দরখাস্ত করেছিলাম কিন্তু সেটা টেকেনি, তাই চাকরির ইস্তাফা দিতে হলো ।

- ডালাসে কোন চাকরি নিয়ে যাচ্ছ, না এমনি এমনি গিয়ে হাজির হবে ?

- না, কোন চাকরি যোগার হয়নি । ওখানে গিয়ে খুঁজবো ।

- চাকরি ছাড়া বউ-বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছ, কাজটা কি ভাল করলা ?

আমি হেসে বললাম, একদমি ভাল করলাম না কিন্তু আমাদের ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাচ্ছে । এখন না গেলেই না ।

আমার বস বুনের চেহারায় চিন্তার ছাপ পড়লো । বুন হলো মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটির ইকোনোমিকসের হেড । আমার চেয়ে বয়েসে পাঁচ ছয় বছরের ছোট হবে । অভিজ্ঞ শিক্ষিকা, সদালাপী, আমাদের অনেক সুখ-দুঃখের সাথী । ওর ফুরফুরে দুইটা মেয়ে আছে ।

আমি বললাম, তুমি কি মাল্টিমিডিয়াতে থাকবা, না অন্য কোথায় চলে যাবা ?

- এখনো ঠিক করিনি, দেখা যাক কি হয় । তারপর একটু থেমে বললো, তাহলে তোমার মাল্টিমিডিয়াতে বার বছরের শিক্ষকতার অবসান হলো ?

- অনেকটা তাই ।

- ছাড়তে খারাপ লাগছে না ?

- সে তো হবারি কথা ।

- আর আসবে না এদেশে ?

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম,

সতেরো বছর ছিলাম এ দেশে । এদেশের মানুষ, পাহাড় আর বন-বনানির সাথে মিশে গেছি আমি । মালয়শিয়া আমারও দেশ । এ দেশকে দেখতে বার বার আসবো আমি ।

বুন কিছু বললো না । আস্তে আস্তে চায়ের কাপ তুলে নিল ।

মালয়শিয়াতে সতের বছরের থাকার সুবাদে আমাদের একটা বাঙালি কমিউনিটি গড়ে উঠেছিল । গড়ে উঠেছিল সখ্যতা । উনারা আমাদের ফেয়ার-ওয়েল দিলেন । খাওয়া-দাওয়া হলো এক প্রস্ত । আমাদের মালয়শিয়ার ভাবিরা ওয়ার্লড-ক্লাস রান্না রাঁধেন । সেই ওয়ার্লড ক্লাস রান্না শেষ বারের মতন খেলাম । অনুষ্ঠানের শেষে ওরা আমাকে ক্রেস্ট উপহার দিলো । ক্রেস্টের গায়ে আমাদের নামে শুভেচ্ছা বাণী দেয়া আছে । ওরা সবাই বক্তব্য রাখলো খাওয়া-দাওয়ার শেষে । আমার খুব মজা লাগছিল ওদের মজার মাজার কথা শুনতে । আমি দোয়া করতে বললাম আমাদের জন্য ।

।। ২ ।।

কুয়ালালুমপুর থেকে ডালাস

ঠিক রাত দশটায় প্লেনটা উড়লো কুয়ালালুমপুর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে । সেদিন ছিল বারই মে, বুধবার । চল্লিশ মিনিট উড়লেই আমরা সিঙাপুর পৌঁছে যাব তারপর সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা দেবো । জাপানে ঘন্টা দুই ট্রানজিট তারপর আবার উড়তে হবে ঝাড়া চৌদ্দ ঘন্টা, অতঃপর মার্কিন মুল্লুকে পৌঁছানো যাবে ।

রাত এগারটায় সিঙাপুর চানগি এয়ারপোর্টে এসে নামলাম । সাথে আমার পাঁচ বছরের মেয়ে মারিয়া আর স্ত্রী কমল । এর আগেও কয়েকবার আসা হয়েছে, তাই বিশাল এই এয়ারপোর্টের তালবাল ধরতে হাবু ডাবু খেতে হলো না । লম্বাটে, সারি-সারি করিডর দিয়ে সাজানো এয়ারপোর্ট আর সেগুলো ভরপুর হয়ে আছে আরাম-আয়েশে ভরা লম্বা-লম্বা সোফা দিয়ে । দেরি না করে এরি একটিতে এলিয়ে বসলাম । সামনেই টেলিভিশনের বিশাল স্ক্রিন, জার্মানি আর ফ্রান্সের খেলা চলছে । পুরোটা এয়ারপোর্ট দেখলে মনে হবে আমাদের বাসা-বাড়ির ড্রইংরুম, তাই বিশাল আকারের ।

মারিয়া বললো, আব্বু, খুদা লেগেছে ?
তাকিয়ে দেখলাম কমলেরও একি আবস্থা ।

পাশেই খাবারের দোকান । ওখান থেকে সাদা ভাত আর মাছ নিয়ে এলাম । মারিয়াকে দেয়া হলো ভাজাপোড়া ফিস বাগ্গার । আমাদের কাছে আগে থেকে পানি ছিল, তাই পানি কিনতে হলো না । এখানে সব কিছুরি আকাশ চুম্বি দাম, এর কারণ হলো সিঙাপুরের মুদ্রার মান গত কয়েক বছরে ধাই ধাই করে উপরে উঠে গেছে । এক সিঙাপুর ডলার কিনতে বাংলাদেশিদের তিপ্পান্ন টাকা গুনতে হয় ।

রাতের খাবার শেষ করে আমরা বসে আছি । ঘড়িতে দেখলাম রাত দুটো । সব ঠিক থাকলে সকাল ছটায় ডেল্টা এয়ারলাইনসে উঠবো । মাঝে মাত্র চার ঘন্টা । তাকিয়ে দেখলাম কমল আর মারিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে । সবাই ঘুমিয়ে পড়লে কেমন হয় ? এদিকে আছে হাত ব্যাগ, আছে জরুরি কাগজ-পত্র । যদিও সিঙাপুর এয়ারপোর্ট পৃথীবির অন্যতম নিরাপদ জায়গা, তারপরেও ঘুমুতে গিয়ে স্বস্তি পাচ্ছি না । একটু তন্দ্রা দিয়ে আবার লাফিয়ে উঠছি । চোখে পড়লো ভারি অস্ত্র-সস্ত্রে নিরাপত্তা প্রহরীরা পাহাড়া দিচ্ছে । আজ থেকে মাত্র চল্লিশ বছর আগের কথা । তখন সিঙাপুর ছিল অনুন্নত সমুদ্র এলাকা । আজকের মতন আকাশচুম্বি একটি অট্টালিকাও চোখে পড়তো না । এখন সে সব দৃশ্যপট পাল্টে গেছে । ওদের অধ্যবসায়, জ্ঞানের প্রতি তৃষ্ণা আর সৎ জীবন-যাপন সিঙাপুরিয়ানদের ধাই-ধাই করে উপরে নিয়ে এসেছে । এদেশের পুলিশ ঘুষ খায়, সে কথা কালে ভদ্রে শোনা যায় ।

ঠিক ছটায় ডেল্টা এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে গিয়ে হাজির হলাম । গিয়ে দেখলাম এয়ার-লাইন্সের বিরাট বিমান দাঁড়িয়ে আছে । বিমানে উঠে মনটা ভরে গেল বিমানের সুপ্রসস্ততা দেখে কারণ এই দীর্ঘ পথ আয়েশে বসে যেতে পারবো । আমরা ইকোনমি ক্লাসের টিকেট কেটেছি, তাই ফাস্ট ক্লাসের পাশ দিয়ে যেতে হচ্ছিল । ফাস্ট ক্লাসের সিটগুলো দেখে রীতিমত লোভ হলো । প্রতিটা সিট কত চওড়া, দৈর্ঘেও অনেক লম্বা । যত ইচ্ছে পা ছড়িয়ে বসা যায় । ইচ্ছে হলো কোন একদিন ফাস্ট ক্লাসে চড়বো । কমলকে বললাম সে কথা । কমল হাসলো, কিছু বললো না ।

আমি বললাম, তুমি হাসলা কেন ? এর পরের বার ঠিক ঠিক ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে দেশে ফিরবো ।

কমল আবারও হাসলো, কিছু বললো না ।

প্লেন উড়ে চলেছে সাগরের উপর দিয়ে । ঝাড়া সাত ঘন্টা উড়লে জাপানে পৌছাবো । ওখানে ঘন্টা দুই ট্রানজিট তারপর আবার উড়তে হবে । তাকিয়ে দেখলাম সূর্য উঠছে সব কিছু ছাপিয়ে । সমতল ভূমিতে সূর্য উঠা দেখেছি কিন্তু আকাশে সূর্য উঠা এই প্রথম দেখলাম । লাল-ঘিয়ায় ছেয়ে গেছে চারিপাশ আর সেই লালচে শ্বেত-শুভ্রত নীলিমা পেরিয়ে আমরা উড়ে চলেছি ।

হাতের হালকা গুতোয় ঘুম ভেঙে গেল । তাকিয়ে দেখলাম কমল ডাকছে । সাইদ, উঠো, প্লেন এখনি নামবে । ধরফরিয়ে উঠে বসেছি । সত্যি সত্যি প্লেন নামবার তোড়জোড় শুরু হয়েছে । মাইকে এক প্রস্ত তথ্য দিয়ে চলেছে বিমানের পাইলট । সিটবেল্ট বেঁধে ফেললাম । তাকিয়ে দেখলাম মারিয়াও সিট বেল্ট বাঁধছে । কুয়ালালুমপুর এয়ারপোর্টে একবার দেখিয়ে দিয়েছি, তারপর থেকে ও নিজেই বাঁধে । এর আগের বার মারিয়া খুব জ্বালাতন করেছিল, সারাটা প্লেন চসে বেরিয়েছে । তখন ও খুব ছোট ছিল, তাই বুঝতে পারেনি । এখন মাশাল্লা পাঁচ বছর ।

জাপানে মাত্র দু-ঘন্টা ট্র্যানজিট কাটিয়ে আবার ডেল্টা এয়ারলাইন্স আকাশে উড়লো । তখন পড়ন্ত বিকেল । তাকিয়ে দেখলাম, দূরে, ঐ দূরে সূর্য তলিয়ে যাচ্ছে । একটু পরেই ঢেকে যাবে সারা আকাশ । আমরা উড়ে চলেছি প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে । আমাদের ঠিক নিচেই ঘন গম্ভীর সাগর গর্জন করে চলেছে যা এত উপর থেকে বোঝবার উপায় নেই । বিমান বালারা খাবার দিয়ে দিলো । মারিয়া আর কমল খুব মজা করে খেল, ওদের ক্ষুদা লেগেছিল খুব । আমিও খেলাম প্রাণ ভরে বিশেষত সালাদটা অনেক নেড়ে চেড়ে খেলাম । কিছুক্ষণ পরে দেখলাম আস্তে আস্তে প্রয়োজনীয় সব বাতি নিভিয়ে দেয়া হচ্ছে । বুঝলাম ঘুমানোর আয়োজন করছে ওরা । এরি মধ্যে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে । মারিয়া আর কমলেরও একি অবস্থা । আমার আবার ঘুমের কষ্ট আছে, ঠিক মতন ঘুম আসে না । পৃথীবির সব কিছু আমাকে তাল পাকিয়ে দেয়, তাই ঘুমুতে ঘুমুতে অনেক দেরি হয়ে যায় ।

।। ৩ ।।

সাদা মানুষের দেশে

ডালাসে এসে নামলাম বিকেল তিনটেতে । এখন সামার চলছে এদেশে, তাপমাত্রা নিমিষেই শত-ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে যায় । ডালাস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে আমার শ্বশুর-পক্ষীয় লোকজন এসছে আমাদের নিতে । ওদের গাড়িতে চেপে বাড়ি এলাম । এর কিছুদিন পরে নিজেরাই এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছি । ছিমছাম ছোটখাট একটা বাড়ি । সারাদিন এয়ারকন্ডিশন চলে, ফলে জানালা-দরজা খুলে যে একটু আলো-হাওয়া নেব, তার ফুরসৎ নেই তারপরেও ভাল লাগতে লাগলো । ফ্রেস ফুড, সবুজ-গাছপালা আর বিকেলের রৌদ্র দেখতে দেখতে বেলা পরে আসে ।

শুরু হলো এবার চাকরির দরখাস্তের পালা । প্রতিদিন অন-লাইনে সাত-আটটা দরখাস্ত ফেলি । এভাবে কিছুদিনের মধ্যে আশিটার মত দরখাস্ত ফেললাম কিন্তু ওদিক থেকে তেমন সারা নেই । শুধু বলে তোমার দরখাস্ত আমরা পেয়েছি, তোমাকে ধন্যবাদ তোমার আগ্রহের জন্য । তুমি উপযুক্ত ক্যানডিডেট হলে তোমাকে ডাকা হবে ।

বাংলাদেশের মাটিতে বিনে চাকরিতে থাকা যায় কিন্তু মার্কিন মুল্লুকে সেটা সম্ভব নয় কারণ এদেশের জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক বেশি, বিশেষত পরিবার নিয়ে থাকতে গেলে সে হার জ্যামিতিক হারে বেড়ে যায় ।

চাকরির কেন হিল্লে হচ্ছে না, সে নিয়ে কিছু বলি । আমেরিকার ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক মন্দা চলছে এখন । বেকারত্বের হার আট-নয় শতাংশে দাঁড়িয়েছে । লোকজনের চাকরি নেই বলে ওরা কেনা-কাটা করতে পারছে না, ফলে উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে উৎপাদকেরা আর এই সামান্য উৎপাদন করতে গুটি কয়েক লোক হলেই হয়, ফলে চলছে ছাটাই ।

আমরিকার ইতিহাস আজকের নয় । শত শত বছর ধরে ওরা গড়ে তুলেছে বিশাল অর্থনীতি । সারা পৃথীবি যা উৎপাদন করে, তার এক তৃতীয়াংশ মার্কিনিরা একাই তৈরি করে আর বাকী দুই-তৃতীয়াংশ সারা পৃথীবি মিলে । অনেকে প্রশ্ন করেন, এত বিশাল অর্থনীতি গড়তে কোন শক্তিটা সব চেয়ে বেশি কাজ করেছে ? এক কথায় উত্তর হলো, মানব সম্পদ । এ দেশের মাটিতে লাখো লাখো জ্ঞানী-গুণী মানুষ কাজ করছে, যা আর কোথাও নজরে পড়বে না । নিমিষেই ওরা সত্যিকার অর্থে তিলকে তাল বানিয়ে ফেলে, ফলে গড়ে উঠেছে বিশ্ব মানের সেবা আর দ্রব্য-সামগ্রী ।

এত বড় অর্থনীতি সামাল দেয়া চাট্টি কথা নয় তারপরেও মার্কিনিরা সামাল দিয়েছে কিন্তু সামাল দিতে গিয়ে মাঝে-সাঝে ভুল করে বসে ওরা, আর তখনি নেমে আসে অর্থনৈতিক খড়গহস্ত । দেশের অর্থনৈতিক মন্দার কুফল শুধু ওরাই ভোগে করে না, সারা পৃথীবিকে ভুগতে হয় কারণ মার্কিনিরা হলো পৃথীবির সর্ব বৃহৎ ক্রেতা । ওরা যদি কেনাকাটা বন্ধ করে দেয় মন্দার কারণে, তখন পৃথীবির অন্যান্য দেশেরও বিক্রি কমে আসে, ফলে শুরু হয় পৃথীবির ক্রান্তিকাল । তবে কথা হলো, এর আগেও মার্কিনিরা অর্থনৈতিক মন্দায় পড়েছে, এটা নূতন কিছু নয় কিন্তু উপযুক্ত নীতিমালা তৈরি করে ওরা বেরিয়ে এসছে সেখান থেকে । আমরা আশায় আছি, এবারও তাই হবে, কেটে যাবে দুঃসময় ।

এবার নিজের কথায় ফিরে আসি । প্রায় মাস দুই হয়ে গেল ডালাসে বসে আছি । চেষ্টা করছি *অড-জব* ধরবার কিন্তু সেখানেও লম্বা লাইন । তবে আশায় আছি চাকরি একটা পেয়ে যাব । ত্রিশ কোটি মানুষের যদি গতি হয়, আমারও হবে ।

Please comment at my email: sayed.hossain@yahoo.com
Visit my personal website: www.sayedhossain.com
July 20, 2010. Dallas, USA